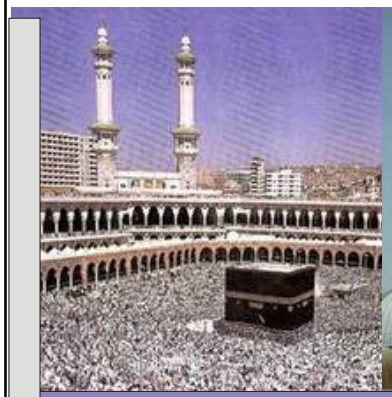

কোরান ও হাদিসের আলোকে

সুন্নী হজ্ব ও উমরাহ গাইড

লেখক
মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

পরিবেশনা
রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট
৯১৪৩০৭৮৫৪৩,৯১৫৩৬৩০১২১

ভূমিকা

আল্লাহর নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা যিনি সম্মানিত কাবাঘর কে মানুষের মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছেন। অগণিত দরুদও সালাম আমাদের আক্কা তথা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর যিনি সমস্থ সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁর সদকায় আল্লাহর পবিত্র ক্বাবা ঘরকে আমাদের ক্বীবলা বানিয়েছেন, হজ্বের ন্যয় এক মহৎ ফরয প্রদান করেছেন। হজ্ব হল ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয় । আর এই ফরয আদায় করার জন্য সঠিক নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয় । বাংলা ভাষায় তেমন কোন সঠিক পুস্তক আমার চোখে পড়েনি যা হাজী সাহেবদেরকে হজ্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করবে। বাংলীদের কথা মাথায় রেখে খুব কম সময়ের মধ্যে মহান রব্বুল আলামীনের দয়ায় হজ্ব ও উমরাহ গাইড পুস্তকটি প্রণয়ন করলাম। আশাকরি বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা এটি পড়ে উপকৃত হবেন। দ্রুত টাইপ করার কারণে হয়ত কোন ত্রুটি থেকে যেতে পারে । পাঠকদের নিকট অনুরোধ মারাত্নক কোন ত্রুটি নজরে এলে অবশ্যই অবগত করাবেন। আল্লাহ পাক আমাকে ও আপনাদের দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব করুন। (আমীন বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালিন)

ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী

জিলক্বদ , ১৪৪০ হিজরী,আগষ্ট ২০১৮

উৎসর্গ

ইমামে আযাম হযরাত আবু হানিফা ও গাওসে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নামে।

তৎসহ

সমস্ত মোমিন-মুমিনাত,মুসলিম-মুসলিমাত দের রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে

(আমিন বে-জাহে সাইয়েদিল মুরসালিন)

সূচীপত্র

১.হজ্বের বর্ণনা 8
২.হজ্বের ফযীলাত 8
৩. হজ্বের প্রকারভেদ 10
৪.হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শর্ত 10
৫.হজ্বের আরকান বা ফরযসমূহ 11
৬. হজ্বের ওয়াজিব সমূহ 12
৭.হজ্বের সুন্নাত সমূহ 13
৮. তালবীয়াহ 14
৯. হজ্বের বিভিন্ন দিনের কর্মসূচী 16
১০. মীক্বাত 18
১১.ভারত উপমহাদেশের জন্য মীক্বাত 18
১২.ইহরাম 19
১৩.পুরুষদের জন্য ইহরাম। 19
১৪ মহিলাদের জন্য ইহরাম 19
১৫. ইহরাম বাধাঁর নিয়ম 19
১৬.ইহরাম অবস্থায় যা যা হারাম 20
১৭. ওকুফ 21
১৮. রমি 22
১৯. ত্বাওয়াফ 23
২০. ত্বাওয়াফ করার পদ্ধতি 23
২২.ত্বাওয়াফ করার সময় যে যে বিষয়সমূহ হারাম 25

সূচীপত্র

২৩ .ঋতুমতী মহিলার তাওয়াফঃ 26
২৪. যমযম শরীফের পানি পান করা 26
২৫. সায়ী বা সাফা মারওয়ার চক্কর লাগানো 27
২৬. মাথার মুন্ডন করা 28
২৭. হজ্ব সম্পর্কিত কয়েকটি মাসায়েলঃ 28
২৮. পুরুষদের সহিত মহিলাদের হজ্বের পার্থক্য হবেঃ- 29
২৯. মহিলাদের জন্য মুহরিম থাকা শর্ত 29
৩০. মক্কা শরীফের ওই সকল স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়ঃ- 30
৩১ .উমরাহ 31
৩২. উমরাহর ফযীলত 31
৩৩. উমরাহর ফরয সমূহঃ 32
৩৪. উমরাহের ওয়াজিব সমূহঃ। 32
৩৫.উমরাহ করার সময় 32
৩৬. উমরাহ করার নিয়ম 32
৩৭. মাসজিদে আয়েশা হতে উমরা ঃ 34
৩৮. হজ্ব ও উমরাহর মধ্যে পার্থক্য 34
৩৯.হজ্বের বিধি লংঘন তার বিধানঃ 35
৪০.একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা 36
৪১.মদিনা শরীফে হাজিরী 37
৪২.রিয়াজুল জান্নাহ তে নামায আদায়ঃ 40
৪৩.হারাম শরীফ আশপাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থানঃ 41
৪৪.বিশেষ ঘোষণা 44
৪৫.বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 45

আবেদন

১৪৩৯ সালে হজ্বের কথা মাথায় রেখে হাজীদের সুবিধার্থে খুব দ্রুত কাজ শেষ করলাম। ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনরূপ ত্রুটি নজরে এলে সরাসরি ফোনের মাধ্যমে জানান। বইটির ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশ হল । আল্লাহ তৌফিক দিলে মুদ্রণও হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ ।।

প্রকাশকালঃ-২৩জিলক্বদ১৪৩৯;৬আগষ্ট ২০১৮

نَحْمَدُه وَ نُصَلِّی وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

হজ্বের বর্ণনা

হজ্ব হল ইসলামের অন্যতম রুকন ও ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। এটি একটি ফরয ইবাদত। হজ্ব ওই সব নির্দিষ্ট ক্রিয়ার নাম ,যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দিনে হজ্বের নিয়াতে ইহরাম পরিধান করতঃ আদায় করা হয়। ওই সব ক্রিয়ার মধ্যে মিনা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, মুযদালফায় অবস্থান,জুমরাতে পাথর নিক্ষেপ করা,ক্বুরবানী করা,মাথা মুন্ডানো,ত্বাওয়াফে জিয়ারত,সায়ী ও তাওয়াফে আলবিদা বিদ্যমান। হিজরী সনের নবম বছর হজ্ব ফরয হয়। হজ্ব ফরয হওয়া ক্বাতই দলীল দ্বারা সাবস্ত্য এবং এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার কারী কাফের। জীবনে একবার আদায় করলেই হজ্বের ফরয আদায় হয়ে যায়।[১]

হজ্বের ফযীলাত

১. রসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইরশাদ করেন যে, হজ্ব ও উমরা করো,যা অভাব ও গুনাহকে এমন দুর করে যেরূপ ভাটি লোহা,চাঁদি,সোনার ময়লা দূর করে।

২. হযরাতে আবু হুরায়রারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন,যেব্যক্তি এ ঘরে আগমন করল এবং কোন অশালীন আচরণ করেনি ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়নি সে

১.আলামগীরী ১/২১৬ পৃষ্ঠা,দুররে মুখতার ২/১৮৯ পৃষ্ঠা,রাদ্দুল মুহতার ২/১৮৯; বাহরুর রাইক ২/৩০৭ পৃষ্ঠা; তাবইনুল হাক্বাইক২/২

ওই রূপ হয়ে ফিরবে যেরূপ ভাবে তার মা তাকে প্রসব করে।[১]

৩.হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইরশাদ রয়েছে, হাজী স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যে চার শত জনের জন্য শাফায়াত করবে। আর গুনাহ হতে এরূপ পবিত্র হবে যেরূপ যেন সে আজই মাতৃগর্ভ হতে জন্ম নিল।

৪. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,হুযুর পাক ইবশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ কারী এবং হজ্ব ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ তায়ালা তাদের আহ্বান করেছেন,তারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহ তায়ালা কাছে যা চাইছে আল্লাহ তাই তার প্রদান করছেন। [১]

৫.বর্ণিত হয়েছে,হাজ্বীর মাগফেরাত হয়ে যায় এবং কারও জন্য মাগফেরাতের দোয়া করলে তারও মাগফেরাত হয়ে যায়।

৬. হযরাত আয়েশা রাদি.াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,হে আল্লাহর রসুল ! আপনি তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করেন। আমরা নারীরা কি জিহাদ করতে পারব না? উত্তরে হুযুর ইরশাদ করলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জেহাদ হল মাবরূর হজ্ব।[২]

৭,আমর ইবনুল আসকে নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছিলেন,তুমি কি জান না ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের সব গুণাহ মাফ হয়ে যায়। তদ্রুপ হিজরাত কারীর আগের গুণাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং হজ্জ পালনকারীও পূর্বের গুণাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।[৩]

১. বোখারী শরীফ হাদিস নং ১৫২১,মুসলিম শরীফ হা/৩২৯১

২.ইবনে মাযা ২৮৯৩

৩.বোখারী ও মুসলিম,ফাতহুল বারী৪/১৮৬১

৪.মুসলিম১২১ পৃ

হজ্বের প্রকারভেদ ঃ

হজ্ব হল তিন প্রকারের ঃ-১.হজ্বে এফরাদ;২.ক্বেরান ও ৩.তামাত্ত

১.হজ্বে ইফরাদ ঃ-ইফরাদ শব্দের অর্থ হল একাকী। শরীয়াতের পরিভাষায় শুধুমাত্র হজ্বের নিয়াতে মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে উমরা না করা বরং তাওয়াফে কুদুম (সুন্নাতি তাওয়াফ) করে ইহরাম অবস্থায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা এবং হজ্বের সময় হজ্ব করা।অর্থাৎ এক্ষেত্রে উমরাহকে সংযুক্ত না করা। এ প্রকারের হাজ্বীদেরকে মুফরীদ বলা হয়; তাদের উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। যুবদাতুল মানাসিক ৮৮ পৃ)

২.হজ্বে ক্বেরান ঃ- ক্বেরান শব্দের অর্থ দুটি বিষয়কে একত্রিত করণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় উমরাহ ও হজ্ব উভয়ের জন্য একবারই ইহরাম বেঁধে একই ইহরামে উভয়টি পালন করা। মক্কা মুকার্‌রামায় পৌঁছে প্রথমে উমরা করা,এরপর হালালা হওয়া ব্যতীতই সেই ইহরাম দিয়ে হজ্বের সময় হজ্ব আদায় করা এবং ক্বুরবানী দেওয়া। আদ্দুররুল মুখতার ২/৫২৯

৩.হজ্বে তামাত্তু ঃ-তামাত্তুর শাব্দিক অর্থ হল ফায়দা হাসিল করা। শরীয়তের অর্থে হজ্ব আদায়কারী প্রথমে উমরাহর নিয়াত করে ইহরাম বাধঁবে,এবং উমরাহ সম্পূর্ণ করে ইহরাম খুলে দেবে। পূণরায় ৮ জিলহজ্বায় হজেব্ব নিয়াত করে দ্বীতিয়বার ইহরাম বেঁধে হজ্বের কার্য সম্পাদন করবে এবং ক্বুরবানী দেবে। জামে তিরমিযী ১/১০২ পৃ

বিঃদ্রঃ- উপরের তিন প্রকার হজ্বের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম হল হজ্বে ক্বেরান। কিন্তু অধিকাংশ হাজী সহজের জন্য হজ্বে তামাত্তু করে থাকেন।

হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শর্ত

হজ্ব ফরয় হওয়ার জন্য শর্ত হল আটটি। এগুলি হলঃ-

১. ইসলাম অর্থাৎ মুসলমান হওয়া;
২.আক্বীল বা বিবেকসম্পন্ন; ৩.বালিগ; ৪.স্বাধীন হওয়া;
৫.হজ্বের নির্ধারিত সময়ে হজ্ব করা;৬.অমুসলিম দেশে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির হজ্ব ইসলামের একটি রুকুন একথা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা;
৭.শারিরীকদিক দিয়ে সুস্থ হওয়া;
৮.সফর খরচের মালিক হওয়া এবং বাহন ব্যবহারে সামর্থ্য থাকা।

হজ্বের আরকান বা ফরয সমূহঃ-

১.হজ্বের নিয়াতে ইহরাম পরিধান করা এবং তালবীয়া পাঠ করা।
২.আরাফার ময়দানে ওকুফ বা অবস্থান।
৩.ত্বাওয়াফে জিয়ারত ।
বিঃদ্রঃ- ২ এবং ৩ কে রুকন মানা হয়।[১]
৪.উক্ত চার চক্করে তাওয়াফের নিয়াত করা;
৫. তারতীব অর্থাৎ প্রথমে ইহরাম পরিধান পরে আরাফায় অবস্থান এবং পরে ত্বাওয়াফে জিয়ারত।
৬.প্রতিটি ফরয নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া;
৭. আরাফাতের যমীনে অবস্থান করা;
৮.ত্বাওয়াফ মাসজিদে হারাম শরীফে হওয়া;
৯.ত্বাওয়াফ নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া;
১০.আরাফায় অবস্থানের পূর্বে ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ হতে বিরত থাকা।[২]
মাসয়ালাঃ-উল্লেখিত দশ আরকানের মধ্যে কোন একটি বাদ পড়লে হজ্ব আদায় হবে না।

১.ফাতওয়ায়ে আলামগিরী ১/২৮৩ পৃষ্ঠ
২.নুরুল ইযা –কিতাবুল হজ্ব ১৬৬ পৃষ্ঠ,হামারা ইসলাম ৯/১৭৭ পৃষ্ঠ

হজ্বের ওয়াজিব সমূহ

১.মিক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা
২.সাফা ও মারওয়া মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো।
৩.সাফা হতে সায়ী বা দৌড় শুরু করা;
৪.কোন রকম প্রতিবন্ধকতা না থাকলে পায়ে হাঁটা
৫.সায়ী কমপক্ষে ত্বাওয়াফের চার চক্কর পর হওয়া;
৬.দিনভাগে আরাফায় অবস্থান কারীদের সূয অস্তমিত হওর্য়া পযর্ন্ত অপেক্ষা করা।;
৭.ওকুফ বা অবস্থানরত অবস্থায় রাত্রের কিয়দংশ এসে যাওয়া;
৮.আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন কালে ইমামের অনুকরণ করা-অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সেখান থেকে বের না হবে ততক্ষণ অপেক্ষা করা।
৯.মুযদালফায় অবস্থান করা;
১০.মাগরীব ও এশার নামায এশার ওয়াক্তে মুযদালফায় এসে পড়া;
১১.দশ জিলহজ্বায় শুধু যুমরা উক্ববায় এবং এগারো ও বারো তারিখে তিন জুমরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।
১২.জুমরা উক্ববার নিক্ষেপ হলক্বের (মাথা মুন্ডানো) পূর্বে হওয়া।
১৩.প্রতিদিন রমি নির্দিষ্ট দিনে হওয়া;
১৪.হলক্ব করা ও তাকসির বা অবাঞ্ছিত লোম কেটে ফেলা;
১৫.হলক্ব ও তাকসির নহরের দিনে হওয়া;
১৬.হারাম শরীফের মধ্যে হওয়া
১৭.ক্বেরান ও তামাত্তু কারীদের ক্বুরবানী করা;
১৮.এই ক্বুরবানী হারামে এবং নহরের দিনে হওয়া;হলক্বের পূর্বে ও রমীর পর হওয়া;
১৯.ত্বাওয়াফ হাতিমের বাইরে হওয়া;

২০.ডানদিক হতে ত্বাওয়াফ করা;
২১. প্রতিবন্ধকতা না থাকলে পায়ে হেঁটে ত্বাওয়াফ করা;
২২.ত্বাওয়াফ করার সময় নাপাক হতে পবিত্র থাকা;অর্থাৎ জুনুব ও বিনা ওযুতে না থাকা;
২৩.ত্বাওয়াফ করার সময় সতর ঢেকে রাখা;
২৪.ত্বাওয়াফের পর দু রাকায়াত নামায আদায় করা;
২৫.ত্বাওয়াফের অধিকাংশ নহরে দিন হওয়া;
২৬.রমি জুমার,যাবেহ , হলক্ব ও ত্বাওয়াফ পরপর হওয়া;
২৭.ত্বাওয়াফে সদর অর্থাৎ মিক্বাতের বাইরে অবস্থান কারীদের জন্য রুখসাতের ত্বাওয়াফ করা;
২৮.ওকুফে আরাফা হতে মাথা মুন্ডানো পর্যন্ত স্ত্রী-সম্ভোগ না করা;
২৯.ইহরাম ভঙ্গন করে যেমন সেলাইকরা কাপড় পরিধান করা,মাথা ঢাকা রাখা প্রভৃতি হতে বিরত থাকা। [১]

হজ্বের সুন্নাত সমূহ ঃ

১)হজ্বের নিয়াতে গোসল করা;কিংবা ওজু করা যখন ইহরাম বাঁধার নিয়াত করবে।
২) ইহরাম পড়া;অর্থাৎ ইযার ও চাদর পরিধান যা নতুন এবং সাদা হবে।
৩)খুশবু লাগানো;
৪) দুই রাকায়াত নামায পড়া;
৫) তালবীয়া বেশী বেশী পাঠ করা; যখনই পাঠ করা হবে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করা;

১.দুররে মুখতার ২০২-২০৪পৃষ্ঠা,আলামগিরী ২১৯ পৃষ্ঠা,বাহর ২/৩০৮পৃষ্ঠা

৬) অনুরুপ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করা;
৭).খানায়ে ক্বাবা যিয়ারত করার সময় বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা;ও যিয়ারতে বায়তুল্লাহর সময় নিজ পছন্দ মত ভালো দোওয়া চাওয়া কারণ ওই সময় দুওয়া কবুল করা হয়।
৮). ত্বাওয়াফে ক্বুদুম করা ঃ-মিকাতের বাইরে হতে আগমনকারী সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করে তাকে তাওয়াফে ক্বুদুম বলা হয়।
৯)প্রতিটি ওই তাওয়াফ যার পর সায়ী করতে হয়,তাতে রমল ও ইজতেবা করা;
১০).মায়লাইন আখদারাইন যা সাফা মারওয়ার মধ্যে যেখানে সবুজ থাম্বা রয়েছে (বর্তমানে সবুজ লাইট লাগানো রয়েছে) ,ওই স্থানে পুরুষদের জন্য দ্রুত চলা । মহিলারা নিজেদের সাধারন গতিতে চলবে;
১১) ৯ জিলহজ্বার পূর্বের রাত্রী মিনাতে ফযর পর্যন্ত থাকা;
১২) ৯ জিলহজ্বার সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে গমন করা;
১৩) আরাফাত হতে সন্ধ্যার পরে মুযদালফা রওনা হওয়া;
১৪) আরাফাত হতে ফেরার পথে মুযদালফায় রাত অতিবাহিত করা;
১৫) মুযদালফা হতে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনাতে রওনা হওয়া;
১৬) মিনাতে অবস্থানের সময় রাত্রীও মিনাতে অতিবাহিত করা।
১৭) রমি জেমার করার জন্য এমন ভাবে দাঁড়ানো সুন্নাত যেন মিনা নিজের ডানদিকে এবং মক্কা মুকার্‌রামা বায়ে থাকে।
১৮) জামরা আক্বা. রমির সময় সর্বদা সাওয়ার হয়ে এবং জুমরা

উলা ও জুমরা ওয়াস্তার রমির সময় পায়ে হেঁটে আসা ;

১৯) রমির সময় বতনে ওয়াদিতে দন্ডায়মান হওয়া।

২০) মিনা হতে ফেরার ফতে ক্ষণিকের জন্য মুহাস্সাব[২] নামক স্থানে অবস্থান করা।

২১) যমযম শরীফের পানি দাঁড়িয়ে ক্বেবলামুখী হয়ে পান করা;পেট ভরে পান করা।

২২) যমযম শরীফের সামান্য পানি মাথায় এবং শরীরে মালিশ করা;

২৩) মুলতাযিমে (ক্বাবার দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান)নিজের বুক ও মুখ রাখা।

২৪).কিছু ক্ষণের জন্য ক্বাবার পর্দাকে স্পর্শ করা।

২৫) বায়তুল্লাহ শরীফের চৌকাঠে চুম্বন করা।২৬.আদবের সহিত বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করা। ইত্যাদি[২]

তালবিয়াহ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণঃ-লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,লাব্বাইকা লা শারিকালাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিমাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকালাকা।

অর্থঃ-আমি উপস্থিত,হে আল্লাহ ! আমি উপস্থিত ,আমি উপস্থিত তোমার কোন শরীক নাই আমি হাজির। সমস্ত সৌন্দর্য্য , নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন অংশীদার নাই।

২.নুরুল ইযা –কেতাবু হজ্ব,

হজ্বের নিয়মাবলী ও বিভিন্নদিনের কর্মসূচী

(হজ্বের প্রথমদিন----------৮ই জিলহজ্ব)

ঃঃ ইহরামের অবস্থায় মক্কা হতে মিনাতে গমন;

ঃঃ মিনাতে যোহর ,আসর,মাগরিব ও এশার নামায আদায় করা;

ঃঃ মিনাতে রাত্রী অবস্থান করা;

(হজ্বের দ্বিতীয়দিন --------৯ ই জিলহজ্ব)

ঃঃ মিনাতে ফযরের নামায আদায় করে আরাফাতের দিকে রওনা হওয়া;

ঃঃ আরাফাতের ময়দানে জোহর,আসর আলাদা আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা।

ঃঃ যাওয়ালের (দ্বি-প্রহর) সময় হতে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান; অর্থাৎ ক্বীবলামুখী দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোওয়া চাওয়া;

ঃঃ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালফায় রওনা হওয়া;

ঃঃ মুযদালফায় এশার ওয়াক্তে মাগরীব ও এশার নামায একসাথে আদায় করা। (মাগরীবের সুন্নাত এশার পর আদায় করতে হবে)

ঃঃ মুযদালফায় রাত্রী অবস্থান করা-মুযদালফায় অবস্থান ফয়র উজালা হওয়া পর্যন্ত।

ঃঃ মুযদালফা হতে ছোট ছোলার দানার ন্যায় সত্তরটির (৭০) অধিক কাঁকর সংগ্রহ করা।

(হজ্বের তৃতীয়দিন----------১০ জিলহজ্ব)

ঃঃ মুযদালফায় ফযরের নামায ও অবস্থানের পর মিনায় রওনা;

ঃঃ প্রথমে বড় শয়তানকে ৭ টি কাঁকর মারা
ঃঃপূনরায় তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্ব পালন কারীদের জন্য কুরবানী করা; মুফরাদ হজ্ব পালনকারীদের জন্যও শুকরীয়া আদায়ের জন্য উচিৎ জানোয়ার কুরবানী করা।
ঃঃ পূনরায় সমস্ত মাথা কামানো;
ঃঃ এরপর ত্বাওয়াফ,জিয়ারত ও সায়ীর উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়া;
ঃঃ মক্কা হতে ফিরে মিনাতে রাত্রী যাপন করা;

(হজ্বের চতুর্থদিন----------১১ই জিলহজ্ব)

ঃঃ যদি ত্বাওয়াফ জিয়ারত সম্পূর্ণ না হয়,তাহলে আজ করে নেবে।
ঃঃ মিনাতে যাওয়ালের পরে ছোট শয়তানকে ৭ টি কাঁকর মারা;
ঃঃ পূনরায় মাঝালি শয়তানকে ৭ টি কাঁকর মারা;
ঃঃ পূনরায় বড় শয়তানকে ৭টি কাকঁর মারা;
ঃঃ রাত্রীতে মিনাতে ক্বীয়াম করা;

(হজ্বের পঞ্চমদিন----------১২ ই জিলহজ্ব)

ঃঃ ত্বাওয়াফ জিয়ারত যদি পূর্বে করা না হয় তাহলে আজ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই অবশ্যই করে নেবে। নতুবা দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।
ঃঃ মিনাতে যাওয়ালের পরে ছোট শয়তানকে ৭টি কাকঁর মারা;
ঃঃ পূনরায় মাঝালি শয়তানকে ৭ টি কাঁকর মারা;
ঃঃ পূনরায় বড় শয়তানকে ৭টি কাকঁর মারা;
ঃঃ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মিনা হতে যদি বের হওয়া না হয় তাহলে মিনাতে রাত্রী যাপন করবে; এবং ১৩ই জিলহজ্ব যাওয়ালের পর পরস্পর ভাবে শয়তানকে কাঁকর মেরে মক্কা পৌঁছাবে। ১৩ ই জিলহজ্বের পর যতক্ষণ মক্কা শরীফে থাকবে বেশী বেশী ত্বাওয়াফ ও উমরা করতে থাকবে।

মীক্বাত

ইহরাম বাঁধার স্থানকে মীক্বাত বলে। মিকাত হতে হজ্ব ও উমরার নিয়াতে ইহরাম বাঁধা সুন্নাত। হজ্ব ও উমরাহর মিক্বাত হল পাঁচটি।

১) মদীনা বাসীদের জন্য যুলহুলাইফা ; যা মদিনা শরীফ হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং মক্কা শরীফ থেকে উত্তর পশ্চিমে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

২) শাম বা সিরিয়া বাসী দের জন্য জুহফা যা মক্কা থেকে উত্তর পশ্চিমে ১৮৩ কি.মি দূরে অবস্থিত।

৩) ইরাক বাসীদের জন্য যাতু ইরক যা মক্কা শরীফ থেকে সোজা উত্তরে ৯৪ কি.মি দূরে অবস্থিত।

৪) নাজদ বাসীদের জন্য কবরানুল মানাযিল যা মক্কা থেকে উত্তর পূর্বে ৭৫ কি.মি দূরে অবস্থিত।

৫) ইয়ামেন বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম পাহাড় যা মক্কা শরীফ হতে সোজা দক্ষিণে ৯২ কি.মি দূরে অবস্থিত।[১]

ভারত উপমহাদেশের জন্য মীক্বাতঃ

ভারত ও অন্যান্য দেশের হাজীরা প্রথমে মদিনা শরীফ হাজিরী দিয়ে মক্কা শরীফে এলে যুল হুলাইফা ইহরাম বাঁধতে হয়।[২] আর প্রথমে মক্কা শরীফ গেলে ইয়ালামলাম হল মিক্বাত।[৩]

মাসয়ালাঃ-কোন একটি মীক্বাত অতিক্রম করে গেলে পরবর্তী মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা জায়েজ কিন্তু তার নিজের মীক্বাত হল উত্তম।[৪]

১. ফাওয়ায়ে আলামগিরী ১/২৮৫
২. বাহারে শরীয়াত
৩. (ফায়জানে হজ্ব ও উমরাহ ৯১পৃষ্ঠা)
৪.ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/২৮৫ পৃষ্ঠা

ইহরাম

ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হল হারাম বা নিষিদ্ধ করা। হজ্ব ও উমরাহ করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে যে কাপড় পরিধান করা হয় তাকে ইহরাম বলে। যার প্রধান চিহ্ন হল দুই খন্ড সিলাই বিহীন সাদা কাপড় পরিধান।

পুরুষদের জন্য ইহরাম

পুরুষদের ইহরাম হল দুটি কাপড় । একটাকে তেহবন্দ এবং অপরটিতে চাদর বলা হয় অর্থাৎ একটি কাপড় লুঙ্গির মতো পরবে আর একটি চাদরের মতো গায়ে জড়াবে।

মহিলাদের জন্য ইহরাম

মহিলাদের জন্য পুরুষদের ন্যায় বিশেষ কাপড়ের প্রয়োজন নেই,ইহরাম হল তাদের পরিধানের ঐ বস্ত্র যা তারা সাধারণত ব্যবহার করে। তারা মুখমন্ডল,কপাল হতে থুতনি পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি হতে বাম কানের লতি পর্যন্ত খোলা রাখবে। যখন কোন গায়ের মুহরিম সামনে আসবে তখন কোন কাপড় দ্বারা চেহারা ঢেকে ফেলবে। হাত কব্জী পর্যন্ত এবং সালোয়ার প্রভৃতি পায়ের গিড়ার তলদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা এটাই হল তাদের জন্য ইহরাম। ইহরাম পড়ার পর মহিলাদের জন্য খুশবু ব্যবহার করা জায়েজ নয়। আর অধিক সুগন্ধ যুক্ত সাবান ব্যবহারও সঠিক নয়।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

শরীরের অবাঞ্ছিত লোম সাফ করে, নখ কেটে ভালো করে ওজু-গোসল দ্বারা পবিত্র হয়ে ইহরাম বাঁধবে। কাপড় পরিধান এবং নিয়াতের পূর্বে শরীরে আতর ব্যবহার করা সুন্নাত ; কিন্তু ওই খুশবু যার দাগ লেগে থাকে যেমন মুশক ইত্যাদির ব্যবহার ঠিক নয়।

ইহরামের কাপড় পরার পর মাথা ঢেকে দুই রাকায়াত নফল নামায এভাবে পড়বে প্রথম রাকায়াতে সুরা ফাতেহার সহিত সুরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা ফাতেহার পর সুরা এখলাস পড়তে হবে।এবার মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে এরূপ নিয়াত করতে হবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّى نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফাইয়াস্ সিরহা লি ওয়া তাক্কাব্বালহা মিন্নি নাওয়াতুল উমরাতা মুখলিসাল লিল্লাহি তায়ালা ।

অনুবাদঃ-হে , আল্লাহ আমি উমরাহর নিয়াত করছি। আমার জন্য এটা সহজ করে দাও,আমার পক্ষ হতে এটা কবুল করে নাও। একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিয়াত করলাম।

ইহরাম অবস্থায় যা যা হারামঃ-

১) পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত যে কোন কাপড় বা জুতা ব্যবহার,
২) পায়ের পাতার হাড়ের উপরের অংশ ঢেকে যায় এমন জুতা পরা।
৩) ভূ-পৃষ্ঠের কোন জানোয়ার শিকার করা;
৪) চেহারাকে কাপড় দ্বারা এরুপ আবৃত করা যার দ্বারা ওই কাপড় চেহারা স্পর্শ করে;
৫) খুশবু সাবান ব্যবহার করা;
৬) খুশবু লাগানো,খুশবু দার বস্তু ভক্ষণ করা । যেমন এলাচী,লং প্রভৃতি।
৭) যে স্থানে খুশবু লাগানো আথে সেই স্থান স্পর্শ করা; ফুলের হার পরিধান করা।
৮) শরীরের কোনও অংশের চুল কাটা বা তুলে ফেলা।

৯) নখকাটা;
১০) যৌন উত্তেজনা মূলক কোন আচরণ বা কোন কথা বলা ।
১১) ঘ্রানযুক্ত তেল ব্যবহার করা।
১২) ঝগড়া বিবাদ বা যুদ্ধ করা।
১৩) উকুন,ছারপোকা,মশা ও মাছিসহ কোন জীবজন্ত হত্যা করা বা মারা।

মাসয়ালাঃ-পুরুষরা ইহরামের উপর পট্টি ব্যবহার করতে পারবে। থলি কাধেঁর উপর লটকানো বৈধ। প্রয়োজনে পুরুষেরা মাথার উপর বোঝা চাপতে পারবে ।

মাসয়ালাঃ-প্রয়োজনে নাক মুখ পরিষ্কারের জন্য রুমাল ব্যবহার বৈধ।
মাসয়ালাঃ-মক্কার বাইরে লোকেদের জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ জায়েজ নয়।[১]

ওকুফ

হজ্ব সম্পাদন ক্রমে মক্কার অদূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করাকে বলা হয় ওকুফ। যে তিনটি স্থানে ওকুফ করতে হয় সেগুলি হল মিনা,আরাফাত, এবং মুযদালফা। ৮ই জিলহজ্ব তারিখে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মক্কা হতে ৩-৪ কিলোমিটার দূরে মিনায় চলে যেতে হয়। হাজীরা জোহরের ওয়াক্তের আগেই মিনাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীদিন ফযরের নামায পড়া পর্যন্ত মিনায় ওকুফ বা অবস্থান করতে হয়। এসময়ের কাজ হল জামাতে নামায পড়া,জিকিরে মশগুল থাকা ও কোরআন তেলায়াৎ করা। পরের দিন আরাফার মাঠে ওকুফ। জিলহজ্বের নবম দিন হল ইয়াওমে আরাফা বা আরাফার দিন। এদিন মাসজিদে নামিরাতে খুৎবা

১.ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৮৩ পৃষ্ঠ

প্রদান করা হয়। মাগরীবের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামায না পড়েই মুযদালফার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়।মুযদালফায় পৌঁছে এক আযান ও দুই ইকামতে পরপর মাগরীবে ও এশার নামায় আদায় করতে হবে। মুযদালফায় সারা রাত আকাশের নিচে কাটাতে হয়। এ হল মুযদালফায় ওকুফ।

রমি বা শয়তানকে কংকর নিক্ষেপঃ

মিনার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত জামরাহ নামক স্থানে তিনটি খুটিঁতে পর-পর তিনদিন কংকর নিক্ষেপ করা হজ্বের আবশ্যকীয় অঙ্গ। প্রতি খুটিঁতে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ১০ম জিলহজ্ব তারিখে অর্থাৎ মুযদালফায় রাত্রি যাপনের পর দিন কংকর নিক্ষেপের প্রথম দিন। এদিন শুধু একটি খুটিঁতেই(বড় শয়তানকে) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ১১ এবং ১২ জিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিবস। এই দুদিনে পর পর তিনটি খুটিঁতে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে ছোট শয়তান,পরে মেঝো শয়তান এবং শেষে বড় শয়তানকে কংকর মারতে হয়।

সংগ্রহ করুন
সুন্নী বায়ান বা তোহ্ফায়ে রমযান
লেখকঃ -নুরুল আরেফিন রেজবী
ও
সিহায়ে সিত্তাহ ও আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত
অনুবাদকঃ-মুফতী সাফাউদ্দিন আশরাফী

ত্বাওয়াফ

ক্বাবা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শুরু করে একাদিক্রমে ৭বার ক্বাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করাকে বলে তাওয়াফ। এটি হজ্বের একটি অপরিহার্য অংশ।

ত্বাওয়াফ করার ফযীলাত সম্পর্কে হাদিস সমূহঃ--

১.উম্মুল মুমিনিন হযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে,যখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসতেন ,তখন সকল কার্যের পূর্বে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতেন।

হাদিস নং -২ -হযরাত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত ,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা শরীফে তাশরিফ নিয়ে আসতেন,তখন হাজারে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু দিতেন। পূনরায় ডান হাতের দিকে চলতেন। তিন চক্করে (প্রথম) রমল করতেন।

হাদিস নং-৩ঃ ইমাম তিরমীযি,ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণনা করেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন-যে পঞ্চাশ বার তাওয়াফ করল সে গুনাহ হতে এমনই পবিত্র হল যে সবেমাত্র ভূমিষ্ট হল।

মাতাফ ঃ ক্বাবাঘরের চারদিকে তাওয়াফের স্থানকে মাতাফ বলা হয়।

ত্বাওয়াফ করার পদ্ধতি

কাবা শরীফের কাছে পৌঁছে হাজারে আসওয়াদের নিকটে আসতে হবে। এখান থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করে সাত চক্কর লাগাতে হবে। এর পদ্ধতি হল এরূপ ঃ-

১. হাজারে আসওয়াদের নিকট এভাবে দাঁড়াতে হবে যেন ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের বাম দিকে থাকে।

২. তাওয়াফের পূর্বে পুরুষদের জন্য প্রয়োজন হল ইজতেবা করা অর্থাৎ ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে বের করে দুইকিনারা বাম কাঁধে রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা। ত্বাওয়াফের প্রতিটি চক্করে ডান কাঁধ খোলা থাকবে। ত্বাওয়াফ শুরু করার পূর্বে এরূপ নিয়াত করতে হবে।

اللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ فَيَسِّرْهُ لِى وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّى

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু ত্বায়া ফা বাইতিকাল্ মুহার্‌রাম ফা ইয়াস্‌সিরহুলি ওয়া তাক্বাবালহু মিন্নি ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ ! আমি আপনার সম্মানিত ঘরের ত্বাওয়াফ করার মনস্থ করছি , এটা আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার পক্ষ থেকে কবুল নেন।

৩.হাজারে আসওয়াদের চুম্বন করা সম্ভব হলে করবে , নতুবা ইসতেলাম করবে এ ভাবে হাজারে আসওয়াদে হাত লাগিয়ে নিজ হাতকেই চুম্বন করবে। এভাবেই যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাতের চেটো হাজরে আসওয়াদের দিকে করে নিজের হাত কে চুম্বন করতে হবে। চোখ বন্ধ করে ওমরাহ করা সঠিক নয়,চোখ খুলে ওমরাহ করবে এবং প্রতি পদক্ষেপে মোহাব্বতের সবক পড়তে হবে।

৪.প্রথম তিন চক্করে পুরুষেরা রমল করবে অর্থাৎ বীরের ন্যায় ছোট ছোট পা ফেলে সিনা টান করে দুই কাঁধ হিলিয়ে চলবে । মহিলারা রমল না করে সাধারণ ভাবে চলবে।

৫.ত্বাওয়াফের সাত চক্কর পুরো করে হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামেব ক্বদম শরীফের (মাক্বামে ইব্রাহীম) সামনে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে দুই রাকায়াত ওয়াজিব নামায আদায় করতে হবে। প্রথম রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা কাফিরুন , দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পবসুরা এখলাস পড়তে হবে। এরপর নিজের জন্য এবং সবার জন্য দুয়া করবে। অতঃপর খানায়ে ক্বাবার চৌকাঠ ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে হাত উঠিয়ে গিরগিরিয়ে দোয়া করতে হবে। আর এই দুয়া পড়তে হয় ঃ-

يَا مَاجِدُ يَا وَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّى نِعْمَةً اَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ

উচ্চারণঃ-ইয়া মা-জিদু ইয়া ওয়া-জিদু লা তুযিল আন্নি নেমাতা আনআমতাহা আলাইয়া।

অর্থঃ-হে ক্বাদির ,হে সম্মানিত ! আপনার প্রদত্ত নেয়ামত আমার হতে দুর করো না।

ত্বাওয়াফ করার সময় যে যে বিষয়সমূহ হারাম

১.বিনা ওজুতে ত্বাওয়াফ করা
২.সতরের অর্ন্তভুক্ত অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খোলা রাখা
৩.অকারণে সাওয়ারি কিংবা কারও কোলে-কাঁধে চড়ে ত্বাওয়াফ করা
৪.অকারণে বসে,হাটু দিয়ে চলা
৫.ক্বাবা শরীফকে ডান দিকে রেখে উল্টো দিকে ত্বাওয়াফ করা
৬.ত্বাওয়াফের সময় হাতিমের ভিতরদিকে যাওয়া
৭.সাত চক্করের কম চক্কর লাগানো । (ইরশাদে বারী ১২১ পৃষ্ঠ)

ঋতুমতী মহিলার তাওয়াফঃ

ঋতুমতী মহিলার মেন্স বা স্রাব চলা অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। তাই পবিত্র হওয়া পযর্ন্ত অপেক্ষা করবে। উম্মুল মুমিনিন হযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,আমি মক্কায় পৌঁছালাম তখন আমি ঋতু (হায়েয) অবস্থায় ছিলাম। আমি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিনি এবং সাফা মারওয়ার সায়ী করিনি। তিনি বলেন,আমি হুযুরের নিকট এবিষয়ে জানতে চাইলাম। হুযুর ইরশাদ করলেন,হাজী যে কাজগুলো করে তুমিও তা করতে পারবে। শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ পবিত্র হওয়ার পর করবে।সহীহ বোখারী ১/২২৩

যমযম শরীফের পানি পান করা

মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে নামায ও দোয়া শেষ করে বিলম্ব না করে যমযম শরীফের(যা ক্বাবা শরীফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী হারাম শরীফের মেঝেতে অবস্থিত) নিকট এসে যমযম শরীফের যিয়ারত করবে ও প্রান ভরে যমযমের পানি পান করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দুয়া পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعًا وَ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমা নাফিয়াও ওয়া রিজকান ওয়া সিআ ওয়া শিফায়াম মিন কুল্লি দাইন।

অর্থঃ-হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণমূলক জ্ঞান,পর্যাপ্ত রুজি এবং সকল অসুস্থতা থেকে পরিত্রান কামনা করি। যমযম শরীফের পানি পান করার পর হাজারে আসওয়াদে চুম্বনদিয়ে সাফা মারওয়া পাহাড় সায়ী করার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে।

সায়ী বা সাফা মারওয়ার চক্কর লাগানো

সাফা মারওয়াতে সাত বার চক্কর লাগাতে হয়। সাফা পাহাড়ের কাছে এসে সায়ীর নিয়াত করতে হবে। প্রথমে কাবামুখী হয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার বাণী পড়ে দোয়া চাইতে হবে। এটা দোয়া কবুলের অন্যতম স্থান।. দোয়া করার পর মারওয়ার দিকে চলা শুরু করতে হবে। মধ্যস্থলে যেখানে সবুজ আলো লাগানো রয়েছে সেখান থেকে দৌড়ানো শুরু করতে হবে। কিছুদুর যাওয়ার পরই সবুজ রঙ্গের বাতি দিয়ে চিহ্নিত স্থানে গিয়ে দৌড়ানো বন্ধ করে মধ্যম গতিতে অতিক্রম করতে হবে। মহিলারা দৌড়াবেনা বরং স্বাভাবিক ভাবে নিজের মত চলবে। মারওয়াতে পৌঁছে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দোয়া করতে হবে। পূনরায় দ্বিতীয় বার দৌড় শুরু করবে। চক্কর লাগানোর সময় এই দোয়া গুলি পড়তে হবে ঃ-

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি সাব্বিত ক্বলবি আলা দি-নিক।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَ التُّقٰى وَالْعَفَافَ وَ الْغِنٰى

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা ওয়াত্ তুক্বা ওয়াল আফাফ

সাত চক্কর মারওয়াতে শেষ হবে। সাঈ শেষে ক্বীবলার দিকে মুখ করে দোয়া করতে হবে। পূনরায় হারাম শরীফে গিয়ে দুই রাকায়াতনফল আদায করতে হবে এবং দোয়া করতে হবে। এরপর মাথার মুন্ডাতে হবে।

মাথা মুন্ডন করা

ক্ষুর কিংবা মেশিন দ্বারা পুরো মাথার চুল কামাতে হবে, কিংবা কাঁচি দ্বারা কমপক্ষে পুরো মাথার চতুর্থাংশ চুল কর্তন করতে হবে। মহিলারা নিজেদের চুলের খোঁপা হতে নখ বরাবর চুল কাটবে। পুরুষেরা এরূপ করতে পারবেনা । কারন কোরানের খেলাফ হবে। যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের চুল কুরবানী না দিতে পারি ,তাহলে আর কি জিনিষের কুরবানী দেবো। ওমরাহ তো কুরবানীরই নাম। আর এভাবে ওমরাহর কাজ সম্পন্ন হবে। বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে ওমরাহ করার সময় না আল্লাহ হতে গাফিল হবে ,না আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের হতে।

মাসয়ালাঃ-মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন নিষিদ্ধ । বরং শুধুমাত্র সমস্ত চুলের ঝুটি ধরে এর অগ্রভাগ হতে আঙ্গুলের নখ পরিমাণ চুল নিজের হাতে কেটে ফেলবে। কোন বেগানা পুরুষকে দিয়ে কাটানো নিষিদ্ধ।

হজ্ব সম্পর্কিত কয়েকটি মাসায়েলঃ

১) **মাসয়ালাঃ**- ফরয হজ্ব পিতামাতা আনুগত্য হতে উত্তম , কিন্তু নফল হজ্ব হতে পিতামাতার আনুগত্য উত্তম।[১]

২) **মাসয়ালাঃ**- কারও যদি কোন অতিরিক্ত বাড়ি থাকে তাহলে তা বিক্রয় করে হজ্ব আদায় করবে। [২]

১.ফাতওয়ায়ে আলামগিরী ১/২৮৪;আলমুলতাক্বীত।

২.ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৮১ পৃষ্ঠ

পুরুষদের সহিত মহিলাদের হজ্বের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে পার্থক্য হবেঃ-

হজ্বের সমস্ত কাজই মহিলারা পুরুষদের ন্যায় করবে শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে। সেক্ষেত্রগুলি হলঃ-

১.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় মাথা খুলে রাখবেনা;

২.সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারবে;

৩.তালবীয়ার পাঠ ক্ষীণ স্বরে করবে। পুরুষদের ন্যায় উচ্চস্বরে পাঠ করবেনা।

৪. পুরুষদের ন্যায় তাওয়াফ করার সময় রমল করবেনা।

৫.হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য পুরুষদের মধ্যে প্রবেশ করবেনা;

৬.সাফা মারওয়ায় চলার সময় পুরুষদের ন্যায় সবুজ খাম্বার মধ্যবর্তীতে দৌঁড়াবেনা।

৭.পুরুষদের ন্যায় মাথা মুন্ডাবেনা বরং খোপা হতে সামান্য পরিমান চুল কাটবে।[১]

মহিলাদের জন্য মুহরিম থাকা শর্ত

নারীর উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য সঙ্গী হিসাবে স্বামী কিংবা কোন মুহরিম (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ হারাম) থাকা শর্ত। কোন পুরুষ মুহরিম ছাড়া ফরজ হোক কিংবা নফল হোক হজ্ব আদায় করার জন্য কোন নারীর সফর জায়েজ নয়।

হাদীসঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন নারী মুহরিম পুরুষ ব্যতীত সফর করবে না।[২]

১. নুরুল ইযা ১৮১ পৃষ্ঠ

২. সহীহ বোখারী ১৮৬২,সহীহ মুসলিম ১৩৪১

মক্কা শরীফের ওই সকল স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়ঃ-

ওই সকল পনেরটি পবিত্র স্থান যেখানে দুয়া কবুল হয় এবং যেগুলি হযরাতে হাসান বসরীর রিসালা হতে কামাল ইবনে হুমাম উল্লেখ করেছেন। সেই পবিত্র স্থানগুলি হলঃ-

১তাওয়াফ করার সময়;

২.মুলতাযিমের সন্নিকটে ;

৩.মিযাবের নিচে ;

৪.বায়তুল্লাহ শরীফে;

৫.যমযম শরীফের নিকট;

৬.মক্কামে ইব্রাহীমের পিছনে;

৭.সাফা পাহাড়ের উপর;

৮.মারওয়া পাহাড়ের উপর;

৯.সায়ী করার সময়;

১০.আরাফাতে ;

১১.মিনাতে;

১২.প্রথম জুমরার নিকট;

১৩.দ্বীতিয় জুমরার নিকট;

১৪.তৃতীয় জুমরার নিকট;

১৫.চতুর্থদিন রমির সময়।[১]

এছাড়াও ক্বাবা শরীফ দেখা মাত্রই যে দোওয়া চাওয়া হয় তা কবুল হয়ে থাকে।

১.নুরুল ইযা ১৮০ পৃষ্ঠ

উমরাহ

শরীয়ত নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতিতে ইহরাম সহ ,ক্বাবা শরীফের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা ,সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে সায়ী করা এবং মাথা মুন্ডানোকে উমরাহ বলে। উমরাহ জীবনে একবার করা আক্বীল, সাবালোক এবং সুস্থবান মুসলমানের জন্য সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। আর ওই পরিমান অর্থ থাকা প্রয়োজন যা সফরের খরচ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার বর্গের জন্য যথেষ্ট হয়। ইবাদতের মধ্যে যেরূপ পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয আর বাকী নফল নামায যত খুশি পড়া যায় , অনুরূপ ফরয হজ্ব জীবনে একবার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয় আর উমরাহ যত বার খুশি করা যায়। ওমরাহ করতে যাওয়ার সময় অন্তবে দুনিয়ার খেয়াল নিয়ে যাওয়া সঠিক নয়।

উমরাহর ফযীলত

১.সাইয়েদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেছেন-'এক উমরা হতে অপর উমরাহ মধ্যবর্তী গুনাহার কাফ্ফারা হয়ে যায়।'[১]

২.হযরাত উমার বিন ওবাসা থেকে বর্ণিত ,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেছেন-'সবচেয়ে উত্তম ফযীলাত পূর্ণ কাজ হল মাকবুলহজ্ব ও সাওয়াব সম্বলিত উমরাহ ।'

৩. হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রমযান শরীফের উমরাহ কে নিজের সহিত হজ্বের ন্যায় বলে ঘোষনা করেছেন।

১. বোখারী শরীফ হাদিস নং ১৬৫০,মুসলিম শরীফ হা/১৩৪৯;

৪.সাইয়েদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেছেন-'হজ্ব ও উমরাহ কারীরা হল আল্লাহ তায়ালার জামায়াত,যদি দোয়া চায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল করেন। আর যদি বখশিশ চায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা বখশিশ প্রদান করেন।' (বায়হাক্বী শরীফ)

উমরাহর ফরয সমূহঃ

১.উমরাহর নিয়াতে মিকাত হতে ইহরাম বাঁধা,

২.তালবীয়া পাঠ করা,

৩.ক্বাবা শরীফ তাওয়াফ করা'

উমরাহের ওয়াজিব সমূহঃ

১. সায়ী বা সাফা-মারওয়ার মধ্যে দ্রুত হাঁটা

২. হলক বা মাথার চুল কামানো

উমরাহ করার সময়

উমরাহ সম্পাদনের বিশেষ কোনো সময় সুনির্দিষ্ট নেই। বছরের সব সময়ই উমরাহ করা যায় শুধুমাত্র ৯ জিলহজ্ব হতে ১৩ জিলহাজ্ব ব্যতীত। কেবলমাত্র মক্কা শরীফের ওই সব বাসিন্দা যারা হজ্বের নিয়াত করেনি তাদের জন্য ওই সময় ওমরাহ তাদের জন্য বৈধ। হজ্বের সফরেও উমরাহ করা যায় । একই সফরে একাধিক উমরাহ করতেও বাধা নেই। হজ্বের আগেও উমরাহ করা যায় এবং হজ্বের পরও বারবার উমরাহ করা যায়।এ

উমরাহ করার নিয়ম

ওমরাহ করার সহজ নিয়ম হল,প্রথমে গোসল ও ওজু করে নির্দিষ্ট মিকাত

১.ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়ার মধ্যে শুধু তাওয়াফকরাকে উমরাহের রুকুন লেখা হয়েছে।

(ইহরামের জন্য নির্ধারিত স্থান) থেকে কিংবা স্বীয় বাসস্থান থেকে হজের মতো ইহরাম বেঁধে নেওয়া। নিষিদ্ধ ও মাকরুহ কাজ সমূহ থেকে বিরত থেকে পরিপূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে নিয়াত ও তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কা শরীফে. প্রবেশ করা। পুরুষেরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা ক্ষীণস্বরে তালবিয়াহ পড়বে। কাবা শরীফ দর্শন না করা পর্যন্ত তালবিয়াহ পড়তে থাকবে। এরপর. পবিত্রতার সহিত দোয়া পড়ে বাবুস্ সালাম দিয়ে মাসজিদে হারামে প্রথমে ডান পা রেখে প্রবেশ করতে হবে। কাবা শরীফ দেখা মাত্রই তিনবার আল্লাহু আকবার ও তিনবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নিম্মের দোয়াটি পাঠ করতে হবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِا لسَّلَامِ

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম ফা হাইয়েনা রাব্বানা বিস্সালাম।

বিদ্রঃ-তালবিয়াহ ও দোয়া সমূহ মুখস্ত করে নেওয়া খুবই উত্তম। এরপর কাবা শরীফের তাওয়াফ অর্থাৎ কাবা শরীফের চতুর্দিকে ৭বার ঘুর্নন করা। তাওয়াফের পরে মাক্কামে ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের পিছনে দুই রাকায়াত সুন্নাত নামায আদায় করা। পূণরায় হাজারে আসওয়াদে ইসতেলামের পর সাফা হতে বের হয়ে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতে হবে। এরপর পুরুষদের মাথা মুন্ডন করতে হবে, মহিলাদের জন্য চুলের অগ্রভাগ থেকে নখ পরিমান কাটতে হবে। পরে মাতাফের কিনারায় দুই রাকায়াত নফল নামায আদায় করতে হবে। এই ভাবে উমরাহর ফরয ও ওয়াজিব সম্পূর্ণ হবে এবং উমরাহ সম্পন্ন হবে। উমরাহ পালনের পদ্ধতি বা নির্দেশনা ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হলঃ-

১. ইহরাম বাঁধা।
২. ক্বাবা শরীফ তাওয়াফ করা (৭বার চক্কর পূর্ণ করা)
৩. মাক্কামে ইব্রাহীমের পিছনে ২ রাকায়াত সুন্নাত নামায আদায় করা
৪.যমযমের কুপের পানি পান করা।
৫.সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার সায়ী করা
৬.মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা

মাসজিদে আয়েশা হতে উমরা ঃ

মক্কা মুকার্‌রামায় অবস্থানরত অবস্থায় যখন ইচ্ছা তানইম নামক স্থান অবস্থিত মাসজিদে আয়েশা যাওয়া এবং সেখানে উমরাহর নিয়াতে দুই রাকায়াত নফল নামায আদায় করে মাসজিদে হারাম শরীফে এসে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী উমরাহ আদায় করে ইহরাম খুলতে হবে।

হজ্ব ও উমরাহর মধ্যে পার্থক্য

উভয়ই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। তথাপি উভয়ের মধ্যে করেকটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এগুলি হলঃ-

১) হজ্ব ফরয হলে জীবনে একবার আদায় করা বাধ্যতামূলক ; কিন্তু উমরাহ হল নফল যা আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়।

২) হজ্ব এক নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয় কিন্তু উমরাহ বছরের যে কোন সময়ই করা যায় শুধুমাত্র ৫দিন ব্যতীত।

৩) উমরাহর মধ্যে আরাফাত,মিনা ও মুযদালফায় অবস্থান ,দুই নামায একসঙ্গে আদায় ও খুৎবার বিধান এবং ক্বুরবানী নেই কিন্তু এগুলি হজ্বের মধ্যে বিদ্যমান।

৪) উমরাহ নষ্ট হলে বা নাপাক অবস্থায় তাওয়াফ করলে দম হিসাবে একটা ছাগল বা মেষ জবাহ করা যথেষ্ট হয় কিন্তু হজ্বে তা যথেষ্ট নয় বরং পূণরায় তা আদায় করতে হয়।

হজ্বের বিধি লংঘন তার বিধানঃ

হজ্ব বা উমরা করার সময় কোনরূপ ত্রুটি হলে তাকে জিনায়া বা হজ্বের বিধি লংঘন বলে। এই বিধি লংঘন দুই ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একটি হল ইহরামের বিধি লংঘন এবং অপরটি হল হারাম শরীফের বিধি লংঘন। এসকল. বিধি লংঘনের ক্ষেত্রে শরীয়তের কিছু কিছু বিধান রয়েছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১) **দম তথা পশু যাবেহ করা ওয়াজিবঃ**-কোন বালিগ মুহরিম ব্যক্তি শরীরের কোন অঙ্গে সুগন্ধি লাগালে,মাথায় মেহেদীর খেজাব লাগালে,যায়তুন তেল বা এ জাতীয় কিছু মাথায় দিলে ,সেলাই করা কাপড় পরিধান করলে,সারাদিন মাথা ঢেকে থাকলে,নিজের মাথার চারভাগের একভাগ মুন্ডন করলে,শিঙ্গা লাগালে,দুই বগলের যে কোন একটি অথবা নাভির তলদেশের লোম কাটলে,গর্দান কামালে,এক হাত বা এক পায়ের নখ কাটলে, এবং পূর্বে আলোচিত ওয়াজিবের কোন একটি বর্জন করলে। ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ-যদি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করে তাহলে বকরী ওয়াজিব হবে। (নুরুল ইযা)

হুকুমঃ-উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির কোন একটির জন্য একটি ছাগল, ভেড়া,দুম্বা জবাহ করা ওয়াজিব হবে। গরু,মহিষ বা উট হলে তার ৭ভাগের একভাগ দিতে হবে।

২)**অর্ধ সা গম[১] সাদকা করাঃ**- মুহরিম ব্যক্তি একটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গের

অর্ধ 'সা'গমের সঠিক হিসাবঙ্ক– অর্ধ সা ইংরাজী অর্থে ১৭৫.৫০ রুপিয়া, আবার ১ রুপিয়া ও ১১গ্রাম ৬৬৪ মিলি গ্রাম।

সংক্ষেপে এরূপ ভাবে হয়ঙ্ক–১/২ – ১৭৫.৫০ রুপিয়া (তোলা)

১ রুপিয়া(১তোলা)–১১.৬৬৪ গ্রাম

১৭৫.৫০ রুপিয়া – ২০৪৬.৩৩ গ্রাম বা ২ কিলো ৪৭ গ্রাম (প্রায়)

চেয়ে কম অংশে সুগন্ধি লাগালে,সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করলে, একদিনের কম সময় মাথা ঢেকে থাকলে,মাথার এক চতুর্থাংশের কম মুন্ডন করলে,একটি নখ কর্তন করলে, অনূরুপভাবে প্রত্যেকটি নখের বদলায় অর্ধ শা ওয়াজিব হবে,ওযু হীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে সদর করলে,মুহরিম ব্যক্তি নিজ ব্যতীত অন্য কোন মুহরিম/ হালাল ব্যক্তির মস্তক মুন্ডন করলে,অথবা কারও নখ কেটে দিলে।

হুকুমঃ- এক্ষেত্রে বিধি লংঘনের দরুন অর্ধ সা গম বা তার মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব।

৩)অর্ধ সা গমের কম সাদকা করাঃ-যে সকল বিধি লংঘনের কারণে অর্ধ সা হতে কম সাদকা ওয়াজিব হয় তা হল,যদি মুহরিম ব্যক্তি কোন ছারপোকা,অথবা ফড়িং মারে। এবং এক্ষেত্রে যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা সাদকা করবে।[১]

যে সকল প্রাণী নিধনের কারণে কিছু ওয়াজিব হয় নাঃ

কাক,চিল,বিছে,ইঁদুর,সাপ,পাগলা কুকুর,মশা,মাছি,পিঁপড়ে,ছারপোকা, বানর,কচ্ছপ এবং শিকার নয় এমন কিছু মেরে ফেলার কারণে কিছুই ওয়াজিব হয় না।[২]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

মুহরিম যদি অ-কারণে কোন লংঘন করে তাহলে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে এবং গুণাহাগারও হবে। সুতরাং এরজন্য তাওবা করা ওয়াজিব, শুধুমাত্র কাফ্ফারা যথেষ্ট হবে না।[৩]

১.সূত্রঙ্ক–ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৩০৫–৩০৮পৃঙ্ক

১.নুরুল ইযা

২.বাহারে শরীয়াত ৬ খন্ড

মদিনা শরীফে হাজিরী

'হাজিও আও শাহানশাহ কা রাওযা দেখো,
ক্বাবা তো দেখ চুকে ক্বাবে কা ক্বাবা দেখো'

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,আর যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করে,হে মাহবুব! তাহলে তারা যেন আপনার নিকট হাজির হয়, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবে অবশ্যই আল্লাহকে অধিক তাওবা কবুল কারী ও দয়ালু পাবে।[১]

প্রিয়তম আক্বা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মাযার শরীফ যিয়ারত করা ইবাদতের মধ্যে গণ্য ও মুস্তাহাব বিষয়ের সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মুস্তাহাব। বরং সকল ওয়াজিব ইবাদতের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হুযুর পাক ইরশাদ করেছেন,যে ব্যক্তি সুযোগ পেয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করল না সে আমার প্রতি জুলুম করল।[২] তিনি আরও ইরশাদ করেন,যে আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ করা আবশ্যক হয়ে গেল।[২] আরও ইরশাদ ফরমান,যে আমার ওফাতের পর আমার সাথে সাক্ষাৎ করল সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। মুহাক্কীকদের নিকট এটা স্থিরকৃত বিষয় যে,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সশরীরে জীবিত রয়েছেন। হুযুরকে সমস্ত উত্তম স্বাদযুক্ত ও ইবাদত দ্বারা রিযক্ দেওয়া

১.সুরা নেসা
২.বায়হাক্বী ৩৮৬২

হয়ে থাকে। এসম্পর্কে হাদিস ও ফেকাশাস্ত্রের গ্রন্থ গুলিতে এ বিষয়ে প্রচুর নির্দেশনা রয়েছে।

বারগারে রেসালাতে হাজিরী দেওয়া

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে,হাজীদের জন্য মদিনা শরীফ যিয়ারত করা সুন্নাত। অনেকে আবার ওয়াজিবও বলেছেন।মদিনা শরীফের যাবার সময় রাস্তায় দরুদ ও যিক্রে মশগুল থাকবে হবে। মদিনা শরীফ যতই নিকটবর্তী হবে ততই মহব্বত ও আগ্রহ অত্যাধিক হবে। মদিনা শরীফ নিকটবর্তী হলে নবীপ্রেমে সিক্ত হৃদয়ে দুই নয়নে অশ্রু ফেলে ,মাথা ঝুকিয়ে,দৃষ্টি নিচু করে দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে অগ্রসর হতে হবে। হুযুরের বারগাহে হাজিরীর পূর্বে গোসল করে সাথে সাথে ওজু ও মেসওয়াক করে নিতে হবে এবং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খিদমতে হাজির হওয়ার সন্মার্থে সুগন্ধি ও সুরমা লাগাবে ও উত্তম কাপড় পরিধান করে নেবে। জন্য শুধু মাত্র রওজায়ে আক্বদাসের নিয়াত করতে হবে। এমনকি ইমাম ইবনে হুমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হাজিরীর সময় মাসজিদে নববীরও নিয়াত শরীক না করো। মাসজিদে নববীতে হাজিরী দেওয়ার পূর্বে ঐ সমস্ত কাজ হতে ফারিগ হতে হবে, যার দ্বারা অন্তরে কোনরূপ দুনিয়াবী প্রতিক্রিয়া হয়, এরপর রওজায়ে আক্বদাসের দিকে নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত আদব বজায় রেখে যদি সম্ভব হয় তাহলে কাঁদতে কাঁদতে অগ্রসর হতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কান্নার ন্যায় মুখ করতে হবে অন্তরে কান্না করে হুযুরের দরবারে হাজিরী দিতে হবে। ক্ষণই মাসজিদে নববীতে কোন শব্দ জোর স্বরে বলবেনা। দৃঢ় বিশ্বাস

১. ইলাউস্ সুনান ১০/৩৩২ পৃষ্ঠ,ইবনু হাব্বান,দারু কুতনী

রাখতে হবে যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই দুনিয়াবী জিন্দেগীর ন্যায় জীবিত আছেন যেরূপ ওফাত শরীফের পূর্বে জীবিত ছিলেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চেহারা মোবারাক বরাবর কমপক্ষে চার হাত দুরুত্বে দাঁড়াবে। এভেবে যে,হুযুরের কৃপাদৃষ্টি তোমাকে দেখছে এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কর্ণ মোবারক তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে। তিনি তোমার সালামের উত্তর দিচ্ছেন। রওজা মোবারক কে সামনে রেখে বিনয়ের সঙ্গে ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে সালাম পেশ করতে হবে এই বলে আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এছাড়াও বলবে,হে আমার নেতা ! আপনার প্রতি সালামষ হে আল্লাহর নবী আপনার প্রতি সালাম। এরপর দরুদ শরীফ পাঠ করে যা ইচ্ছা বৈধ দোওয়া করবেন । বের হয়ে আসার সময় আদবের সহিত আস্তে আস্তে বের হতে হবে ,খেয়াল রাখবে হুযুরের মাজার শ রীফের দিকে যেন পিঠ না হয়ে যায়। এক হাত ডানদিকে সরে আসতে হবে যেখানে শুয়ে আছেন হুযুরের প্রিয় সাহাবী হযরাত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এবং আরও একহাত ডানদিকে যেখানে আরাম করছেন হযরাত ওমর ফারুক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়স্থানে আদবের সহিত সালাম পেশ করতে হবে। অবশেষে এইবলে দোয়া করতে হবে যে,হে আল্লাহ!আমার এই জিয়ারত যেন শেষ জিয়ারত না হয়,বার বার যেন রওজায়ে আক্বদাস জিয়ারত ও আক্বা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দিদার নসীব হয়। এরপর জান্নাতুল বাক্বী কবব স্থানে গমন করবে। এখানে কমবেশী ১০ হাজার সাহাবীয়ে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামর মাযার রয়েছে সকলের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করবে।

রিয়াজুল জান্নাহ তে নামায আদায়ঃ

রিয়াজুল জান্নাহ প্রবেশ করে মেম্বারের নিকট দুইরাকায়াত তাইহিয়াতুল মাসজিদের নামায আদায় করবে এবং এমনভাবে দাঁড়াবে যেন মেম্বারের স্তম্ভ ডান কাঁধ বরাবর থাকে কারণ এস্থানটি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দন্ডায়মান হওয়ার স্থান। মিম্বার ও হুযুরের পবিত্র মাযার শরীফের মধ্যবর্তী স্থান হল রওযাতুম্মিন রিযাজুল জান্নাহ। হুযুর স্বয়ং এ ব্যপারে সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেছেন,আমার মিম্বার হাওযের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাহিয়াতুল মাসজিদ ব্যতীত আরও দুই রাকায়াত নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করবে। আল্লাহ পাক যে তোমাকে এই পবিত্রস্থানে হাজীর হওয়ার তৌফিক দিলেন সে ব্যপারে। এবং পরিশেষে নিজের জন্য পরিবার পরিজন,আত্মীয়-স্বজন ও সমস্ত মোমিন মোমিনাতের জন্য দোওয়া করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এখানে হজ্বের মৌলিক বিষয়গুলি সহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। এগুলি ছাড়াও হজ্বের আরও বহু মাসয়ালা রয়েছে,যেগুলি কোন নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমের নিকট হতে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

দোয়া প্রার্থী

আল্লাহ পাক যেন আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী কবুল করেন এবং তার ঘরের ও স্বীয় হাবীবের দরবারে বার বার হাজিরী দেওয়ার তৌফিক দেন তার জন্য দোওয়ার আবেদন রইল

হারাম শরীফ ও তার আশপাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থানঃ

মক্কা শরীফের সকল স্থানেরজিয়ারতই চক্ষুর প্রশান্তি জোগায়। অনেক সময় সময়ের অভাবে কিংবা অন্যান্য কারণে সব স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে উঠেনা। পরন্তু যে সকল পবিত্র স্থান জিয়ারত করা জরুরী সেগুলি হলঃ-

হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরঃ-হাজরে আসওয়াদ ক্বাবা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে মাতাফ থেকে দেড় মিটার ওপরে লাগানো। হাজরে আসওয়াদ তাওয়াফ শুরুর স্থান। প্রতিবার চক্কর দেওয়ার সময় এই হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিতে হয়। আর ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে হাত তুলে ইশারা করলেও চলে।

মাকামে ইব্রাহীমঃ কাবা শরীফের পাশেই আছে ক্রিষ্টালের একটা বাক্স ,চারদিকে লোহার বেষ্টনী। ভেতরে বর্গাকৃতির পবিত্র পাথর । এই পাথর টিই মাকামে ইব্রাহীম ।তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে দুই রাকায়াত নামায পড়তে হয়।

মিযাবে রহমতঃ ক্বাবা শরীফের উত্তরদিকে ছাদে (হাতিমের মাঝ বরাবর)যে নালা বসানো আছে ,তাকে মিযাবে রহমত বলা হয়। এই নালা বরাবর ক্বাবা শরীফের ছাদের পানি পড়ে। এটি মদিনা শরীফের দিকে রয়েছে।

হাতিমঃ- ক্বাবা ঘরের উত্তরে অর্ধবৃত্তাকার উচুঁ প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থান। এক কালে এটি ক্বাবা শরীফেরই অংশ ছিল। অতএব এর ভিতরে নামায পড়লে ক্বাবা শরীফের মধ্যে নামায পড়ার নেকী পাওয়া যায়।

জমজম কূপঃ-দুনিয়াতে যত পরিত্র নিদর্শন বর্তমান তারমধ্যে জমজম হল অন্যতম। হযরাত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের শৈশব অবস্থায়

পবিত্র পায়ের আঘাতে এই পবিত্র কূপের সৃষ্টি হয়। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,এ পানি শুধু পানীয় নয়; বরং খাদ্যের অংশও এবং এই পানী যে নিয়াতে পান করা হয়,তার পূরণ হয়।

জান্নাতুল মুআল্লাঃ-মাসজিদে হারামের পূর্বদিকে মক্কা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান। এখানে হযরত খাদিজাতুল ক্বুবরা সহ অনেক সাহাবীয়ে রসুলের পবিত্র মাযার রয়েছে।

জাবাল-ই-রহমতঃ-আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত । এই পাহাড়েই হযরত আদাম আলাইহিস্ সালামের দোয়া মঞ্জুর হয় এবং হযরাত হাওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার সহিত পূর্ণমিলন ঘটে। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ী হজ্বের খোৎবাও এখানথেকে দিয়েছিলেন।

জাবালে নুর বা গারে হেরাঃ- এই পবিত্র পাহাড়েই আক্বা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযীল হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই পাহাড়েই অধিক সময় আল্লাহ পাকের ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

জাবালে সাওর বা গারে সাওরঃ- মাসজিদুল হারামের পশ্চিমে হিজরতের সময় এই পাহাড়েই হযরত সিদ্দিকী আকবারকে নিয়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করেন।

মাসজিদে নবুবীর শরীফের মধ্যে এবং আশপাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানঃ

রিয়াজুল জান্নাহঃ-হুযরায়ে মোবারক ও মিম্বার শরীফের পাশের পবিত্র স্থানটি হল রওজায়ে জান্নাত বা রিয়াজুল জান্নাত (বেহেশতের বাগান)নামে পরিচিত। এখানে দুই রাকায়াত তাহিয়াতুল মাসজিদের নামাযপড়তে হয়। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

জান্নাতুল বাক্বীঃ-মাসজিদে নবুবীর পাশেই অবস্থিত জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থান। এখানে হযরত ওসমান, মা ফাতেমা,হযরাত আয়েশা সহ প্রায় দশ হাজার সাহাবীয়ে রসুলের পবিত্র মাযার শরীফ বিদ্যমান।

মাসজিদে কুবাঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করে সর্বপ্রথম এই কুবা নামক স্থানে নামায আদায় করেন।পরবর্তীতে এখানে মাসজিদ গড়ে ওঠে। হাদিস শরীফে বিদ্যমান যে,ঘর হতে ওজু করে মাসজিদে কুবায় গিয়ে নামায পড়লে একটি ওমরাহর সমান সাওয়াব পাওয়া যায়।

ক্বীবলাতাইন মাসজিদঃ-এ মাসজিদে একই নামায দুই ক্বীবলা মুখী হয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। নামায পড়তে দাঁড়িয়ে ওহী পাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে আল-আকসা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নামাজের মাঝখানে মক্কামুখী হয়ে পরবর্তী অংশ সম্পন্ন করেছিলেন, এজন্য এ মাসজিদের নাম হয় ক্বীবলাতাইন। মাসজিদের ভিতরে মূল পুরাতন অংশ অক্ষত রেখে চারদিকে দালান করে মাসজিদ বর্ধিত করা হয়েছে।

মাসজিদে জুময়াঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় কুবার অদূরে রানুনা উপত্যকায় ১০০ জন সাহাবাকে নিয়ে মাসজিদে জুমার স্থানে প্রথম জুমার সালাত আদায় করেন।

ওহুদ পাহাড়ঃ - ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল এই পাহাড়ে। হুযুরের সম্মাণিত কয়েকজন সাহাবী এই স্থলে শহীদ হন। শোহাদাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাইয়েদুস্সাহাবা হযরাত আমীর হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু । তাঁর পবিত্র মাযার এই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। (আল্লাহুমা সাল্লে আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি খুসুসান আলা সাইয়েদিস শুহাদায়ে আজমাইন।)

বিশেষ ঘোষণা

বর্তমানে মক্কা ও মদিনা শরীফের ইমামদ্বয় কট্টর ওহাবী অতএব তাদের পিছনে নামায পড়া মানে ওহাবীবাদকে সমর্থন করা। কোন মতেই তাদের পিছনে নামায বৈধ হবে না। তাদের জামায়াতের পর নিজে একাকী কিংবা কোন সহী সুন্নীউল আক্বীদা ইমামের পিছুনে নামায পড়ুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের জামায়াত দেখে অনেক সুন্নী আক্বীদা সম্পন্ন লোক তাদের পিছনে নামায পড়ে গুমরাহীর দিকে এগিয়ে যায়। খোদার দোহায় তাদের পিছনে নামায পড়ে ঈমান বরবাদ করবেন না। যারা আল্লাহ ও রসুলের দুশমন তারা ইমাম কিরূপে হতে পারে! তাদের আক্বীদা সম্পর্কে সুন্নী আলেমদের নিকট জানুন । প্রয়োজন পাঠ করুন জা-আল হাক্ব,বাহারে শরীয়াত,তামহিদে ঈমান,জানে ঈমান,সিহাহে সিত্তাহ ও আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত , দু-হাতে মুসাফাহ প্রভৃতি পুস্তকগুলি।

লেখক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ওহাবী,দেওবন্দী ও অন্যান্য আক্বীদাপোষন কারী মোয়াল্লেমদের সাথে হজ্ব কিংবা উমরাহতে যাওয়া হতে বিরত থাকুন। কারণ এরা সকলেই আল্লাহ ও রসুলের দুশমন। তাছাড়া মক্কা মদিনা শরীফের বহু স্থান জিয়ারত হতে এরা বিরত রাখে। কোনরূপেই এদের সঙ্গে আপোষ করা জায়েজ নয়। সঠিকভাবে হজ্ব ও উমরাহ আদায়ের জন্য সুন্নী মোয়াল্লেমদের সঙ্গ ধরুন। আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে সুন্না মোয়াল্লেমদের সাথে হজ্ব ও উমরাহ পালন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন বি বরকাতে সাইয়েদিল মুরসালিন)।

কুরবানী সম্পর্কে মাসলা মাসায়েল
জানতে পাঠ করুন --
—সুন্নী বাণী বা তোহ্ফায়ে কুরবানী—
লেখকঃ-মুফতী নুরুল আরেফিন রেজবী

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।
২২. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড